



221178 - দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নকে আমলগুলো ক'কি?

প্রশ্ন

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নকে আমলগুলো ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নকে আমল বা ইবাদতেরে পরধিঅতিবিস্তৃত। এখানে সব ইবাদত উল্লেখ করার সুযোগ নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রশ্নকারী ভাই নমিনোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন:

ইমাম মুনযিরি লিখিত 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব'। এ গ্রন্থেরে হাদিসগুলো 'সহিহ' না 'যয়ফি' এই মান জানার জন্য এর সাথে শাইখ আলবানীর রচিত 'সহিহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' এবং 'যয়ফিহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' পড়তে পারেন।

ইমাম নববীর রচিত 'রিয়াদুস সালহীন'। বিশেষত রিয়াদুস সালহীন এর 'ফাযায়লে অধ্যায়'।

দুই:

দৈনিক পালনীয় নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযেরে জন্য ওয়ু করা, ওয়ু ও নামাযেরে সময় মসিওয়াক করা, জামাতেরে সাথে নামায আদায় করা, সুন্নত নামাযগুলো আদায় করা (ইশরাকেরে নামায, তাহাজ্জুদেরে নামায, বতিরিরে নামায) সকাল-সন্ধ্যার যকিরি-আযকার, দবানশিরি যকিরি-আযকার (ঘরে প্রবশেরে দোয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া, মসজদি প্রবশে ও মসজদি থেকে বের হওয়ার দোয়া, টয়লটে প্রবশে ও টয়লটে থেকে বের হওয়ার দোয়া, পানাহারেরে দোয়া, ফরয নামাযেরে শেষে পঠতিব্য দোয়া...), ইমামেরে সাথে আযানেরে শব্দাবলি উচ্চারণ।

সাপ্তাহিক নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: জুমার নামায আদায়, জুমাবার দিনে বা রাত্রে সূরা কাহাফ তলোওয়াত করা, জুমাবার দিনে বা রাত্রে বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পড়া, সোমবার ও বৃহস্পতিবারেরে রোযা রাখা।

মাসিক নকে আমলেরে মধ্যে রয়েছে: প্রত্যকে মাসেরে তিনদিন রোযা রাখা (উত্তম হচ্ছে- বীযেরে দিনগুলোতে তথা চন্দ্র মাসেরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা)।

বাৎসরিক বা মৌসুমিনিকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: রমযানরে রোযা রাখা, মসজিদে গিয়ে জামাতরে সাথে তারাবীর নামায আদায় করা, দুই ঈদরে নামায আদায় করা, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করা, সামর্থ্যবান হলে যাকাত আদায় করা, রমযানরে শেষে দশদনি ইতকিফ করা, শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখা, আশুরার রোযা রাখা এবং সাথে একদনি আগবে বা পরে আরও একটি রোযা রাখা, আরাফার দনি রোযা রাখা এবং যলিহজ্জরে প্রথম দশদনি বেশে বেশে নিকে আমল করা।

এছাড়াও কিছু আমল আছে যগুলো বেশি কন সময়রে সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; য়ে কন সময় সে আমলগুলো করা যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু আমল অন্তরে আমল; আর কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমল। য়েমন- মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য য়ে কন সময়ে নফল নামায আদায় করা, নফল রোযা রাখা, নফল উমরা আদায় করা, আল্লাহর য়কিরি করা, কুরআন তলোওয়াত করা, দুরুদ পড়া, দোয়া করা, ইস্তিগিফার করা, পতি-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, দান-সদকা করা, মুসলমানদরে মাঝে সালামরে প্রচলন করা, সচ্চরিত্র হওয়া, জহিবাকে পবিত্র রাখা, আল্লাহকে ভালবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি একীন রাখা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া।

এছাড়াও এমন কিছু আমল আছে য়ে গুলো বেশি কন প্রক্ষেপট কনেন্দ্রকি; প্রক্ষেপট পাওয়া গেলে সেসেব আমল পালন করা শরয়িতসম্মত। য়েমন- রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযার নামায আদায় করা, হাঁচরি উত্তর দোয়া, সালামরে উত্তর দোয়া, দাওয়াত দলি গ্রহণ করা, ইস্তিখারার নামায আদায় করা, তওয়ার নামায আদায় করা, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণরে নামায আদায় করা, বৃষ্টির নামায আদায় করা, ববিদমান দুইপক্ষরে মাঝে মীমাংসা করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জনিসি দূর করা, কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতাে ধৈর্য ধারণ করা...ইত্যাদি।

সলফে সালাহীন একদনি চারটি ইবাদত পালন করাকে মুস্তাহাব জ্ঞান করতনে। সেগুলো হচ্ছে- রোযা রাখা, মসিকীন খাওয়ানো (সদকা করা), জানাযার নামায আদায় করা ও রোগী দেখতে যাওয়া। য়েহেতু নবী সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলছেন: “এগুলো য়ে ব্যক্তরি মাঝে একত্রতি হব সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করবে।”[সহিহ মুসলিম (১০২৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ